সংবাদ

তারিখ: 26 JUN 2015
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম: [illegible]

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছে

—শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইতোমধ্যে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তনের এ ইতিবাচক ধারা আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল 'ব্যানবেইস' ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) ও ইসলামিক এডুকেশনাল সাইন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (আইসেসকো) যৌথভাবে আয়োজিত 'সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিকল্পনায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী উপ-আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসেসকো প্রতিনিধি ড. সিদৌ সিস ও বিএনসিইউ-এর সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। ইতোমধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার ২০ হাজার ৫০০ স্কুল-কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম চালু, অনলাইনে ভর্তি, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রদান, রেজিস্ট্রেশন করা, নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ নানা যুগান্তকারী কর্মসূচি চালু করেছে। তিন কোটির অধিক ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের পাশাপাশি ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি সাক্ষরতা পরিকল্পনাসহ অধিকাংশ কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় মালয়েশিয়া, ইরান ও ব্রুনাইয়ের ৪ জনসহ মোট ১৪ জন অংশগ্রহণ করেছে। অন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিএনসিইউ, সেইভ দা চিলড্রেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ব্র্যাক, সাক্ষরতা অভিযান প্রতিনিধি রয়েছেন।